গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী পরিচালকের কার্যালয়
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
মার্কেটিং ও জিনিং শাখা
তুলা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.cdb.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

২০২৪-২৫ মৌসুমে তুলার সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ নিমিত্তে অংশীজন শীর্ষক কর্মশালার কার্যবিবরনী।

সভাপতি	ড. মো: ফখরে আলম ইবনে তাবিব নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
সভার তারিখ	**১৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি**
সভার সময়	**সকাল ১০.০০ ঘটিকা**
স্থান	সম্মেলন কক্ষ (২য় তলা), তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট - ক

বীজতুলার মান উন্নয়ন ও সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ বিষয়ে অংশীজনের অংশগ্রহণের সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ কটন জিনার্স এসোসিয়েশনের স্বত্বাধিকারীগণ, আরমাদা স্পিনিং মিলস্, এমএসএ স্পিনিং মিলস্, এনজেড টেক্সটাইল মিলস্, ইসমাইল স্পিনিং মিলস্, সিকেএল স্পিনিং মিলস্, কটন কানেক্ট, সুপ্রীম সীড কোম্পানি, ইস্পাহানী এগ্রো লিমিটেড, লাল তীর বীজ কোম্পানি, টিএমএসএস, প্রাইমার্ক, ১৩টি জোন থেকে আগত চাষীগণ এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

সভাপতি মহোদয় বলেন, বাজার মূল্য নির্ধারণে জিনারগণ মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সিডিবি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে যাতে চাষীরা ন্যায্য মূল্য পায় এবং বাজার মূল্য নির্ধারনের জন্য তুলার স্থানীয় বাজার দর ও আন্তর্জাতিক বাজার দর নিয়ে বিশদভাবে যাচাই করা উচিত। তুলা চাষে বর্তমান সমস্যা, আগামীতে করনীয় এবং তুলার বাজার দর সম্পর্কে প্রত্যেক জোন থেকে আগত চাষীদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন।

১৩টি জোন থেকে আগত চাষীগণ বলেন যে, আগে তুলাচাষ সম্পর্কে ধারনা ছিল না, মাঠ পর্যায়ে ইউনিট অফিসারগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এবারের ফলন ভালো। বল কন্ডিশনও ভালো। কিন্তু বন্যা ও অনুকূল পরিবেশ না থাকায় অনেক চারা নষ্ট হয়েছে। সিডিবি কর্তৃক চাষীদের মূল্যায়নে তাঁরা অত্যন্ত খুশি। বর্তমান মৌসুমে তুলার সুষ্ঠু বাজারজাত ও ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হলে আগামীতে তুলাচাষ আরো বৃদ্ধি পাবে। তারা আরো বলেন প্রণোদনা অব্যহত রেখে প্রণোদনায় আওতায় চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধির জোর দাবি জানান এবং তুলাচাষে নতুন নতুন প্রযুক্তিগত সহায়তার দাবি করেন। হাইব্রিড তুলাবীজের দাম কমানোর জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

১৩টি জোন থেকে আগত কটন ইউনিট অফিসারগণ বলেন যে, বর্তমান বপন মৌসুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তুলা ফসলের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ায় একাধিক বার বপন কার্যক্রম করতে হয়েছে। তাছাড়া সার, কীটনাশক ও শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধির ফলে চাষীদের উৎপাদন খরচও বেশি হয়েছে। তাই বর্তমান মৌসুমে বীজতুলার মূল্য গত মৌসুমের চেয়ে বেশি না হলে, চাষীরা তুলাচাষে আগ্রহ হারাবে। তারা আরো জানান, ফুল কাটার মেশিনের মত ছোট ছোট প্রযুক্তি ব্যবহার করে তুলা উত্তোলন করলে লেবার খরচ কমবে। সপ্তাহে দুই-তিন দিন কেনা-বেচা হলে চাষীদের উপর চাপ কমবে। নগদ টাকায় তুলা কিনতে হবে। বীজতুলা পরিবহনের জন্য স্থানীয় ট্রাক ব্যবহার করতে হবে। বস্তার ম্যানেজমেন্ট ভালো হওয়া উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেন। গত মৌসুমের ন্যায় আগামী মৌসুমেও প্রণোদনা কার্যক্রম চালু থাকলে চাষীরা তুলাচাষে আগ্রহ বাড়বে।

সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ কটন জিনার্স এসোসিয়েশ বলেন, অনেক প্রতিবন্ধকতার পরও সম্প্রসারণ কর্মী এবং কৃষকদের আন্তরিকতা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য এ বছর ফলন ভালো। দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার মত সাপোর্ট প্রাইস নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। কৃষক এবং জিনারদের মধ্যকার বিরুপ মনোভাব দূর করতে হবে বলে মনে করেন।

মোঃ এনায়েত হোসেন, কটন ইউনিট অফিসার, বর্তমান মৌসুমের মার্কেট এনালাইসিস রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় তিনি উল্লেখ করেন যে, এমসিইউ-৫ জাতের বীজতুলার স্থানীয় বাজার এবং সংকর-৬ জাতের বীজতুলার স্থানীয় বাজার মূল্য নিয়ে বিশাদ আলোচনা করেন। অন্যান্য বছরের

তুলনায় এ বছর জিওটি বেশি। তাই এ বছর তুলার দাম অন্য বছরের তুলনায় একটু বেশি হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন।

আনোয়ার হোসেন, আব্দুল্লাহ জিনিং ফ্যাক্টরীর স্বত্বাধিকার বলেন যে, বাংলাদেশে উৎপাদিত তুলার গুনগত মান পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় ভাল কিন্তু বাংলাদেশে উৎপাদিত তুলার গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসারণ করা প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করেন।

উপ-পরিচালক, যশোর/রংপুর/ঢাকা/চট্টগ্রাম অঞ্চল বলেন যে, চলতি ২০২৪-২৫ মৌসুমে বীজতুলার গুনগতমান, সঠিক মূল্য, চাষীদের মূল্য পরিশোধসহ বীজতুলার ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি আরো উন্নত করার প্রয়োজন বলে মনে করেন। তুলার গুণগতমান ঠিক রাখতে এবং চাষীদের তুলা ক্রয়-বিক্রয়ে সহজ করার লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিটে একটি করে ময়েশ্চার মিটার থাকা দরকার। চলতি মৌসুমে অতি বৃষ্টি, খরা, বন্যার কারনে তুলা ফসলের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। পন্য পরিবহনে লোকাল ট্রাক ভাড়া করে পরিবহন করা উচিত বলে মনে করেন।

ড. মোঃ ফরিদ উদ্দিন, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, কটন কানেক্ট, বাংলাদেশ বলেন, তুলার কোয়ালিটি দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ময়েশ্চারের ব্যাপারেও তিনি কথা বলেন। দেশে উৎপাদিত বীজতুলার সুষ্ঠু বাজারজাত হওয়া বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

ইব্রাহীম খলিল, উপদেষ্টা, সুপ্রীম সীড কোম্পানী লি. বলেন, দেশে উৎপাদিত তুলার কোয়ালিটি উন্নত করতে হবে। জিওটি আরো কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেন। নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

ড. মোঃ ফখরে আলম ইবনে তাবিব, নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড বলেন যে, তুলার গুনগত মান উন্নতির বিষয়ে- চাষী, জিনার প্রতিনিধি, টিএমএসএস, কটন কানেক্ট এর প্রতিনিধি, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। আগামীতে তুলাচাষ বৃদ্ধি লক্ষ্যে সিডিবি, জিনার, কটন কানেক্টের প্রতিনিধিসহ সকলকে আরো বেশি কর্মঠ হতে হবে। মাঠ পর্যায়ে চাষীদের মাঝে ভালো মানের বস্তা সরবরাহ করতে হবে। বীজতুলা ক্রয়ের সময় ময়েশ্চার মিটারের ব্যবহার সম্পর্কে চাষীদের অবহিত করতে হবে। ক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য জিনার এসোসিয়েশনকে অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি আরোও জানান যে, আগামী মৌসুমেও চাষীদের মাঝে প্রণোদনা দেওয়া হবে এবং এ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ড নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বিটিএমএ ও বুটেক্স এর কোলাবোরেশনে মার্কেট এনালাইসিস বেইজড রিসার্স করতে হবে। পিপিপি মডেল নিয়ে সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে হবে। কেন্দ্রীয় জিনিং ব্যবস্থা করতে পারলে খুব ভালো হবে বলে মতামতা ব্যক্ত করেন। এ জন্য সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

সর্বসম্মতিক্রমে সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

১. বীজতুলা ক্রয়ের সময় ক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পূর্বেই চাষীদেরকে জানানো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. বীজতুলা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে একটি নীতিমালা তৈরি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. তুলা উন্নয়ন বোর্ডের পাশাপাশি জিনার্স এসোশিয়েশনকে ইউনিট পর্যায়ে ময়েশ্চার মিটার দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. আগামীতে প্রণোদনাভুক্ত চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রণোদনা কার্যক্রম যাতে চলমান থাকে, তার ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫. তুলার গুনগত মান উন্নতির বিষয়ে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী, চাষী, জিনার প্রতিনিধি, টিএমএসএস, কটন কানেক্ট এর প্রতিনিধি কর্তৃক বিশেষ গুরুত্বারোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

১১-০২-২০২৫
ড. মো: ফখরে আলম ইবনে তাবিব
নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

তারিখ: ২৮ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ১২.০৭.০০০০.১০৮.৯৯.০২২.২০.২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। উপপরিচালক, উপপরিচালক-এর দপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
২। উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয় (সকল)।
৩। কান্ট্রি রিপ্রেজেনটিটিভ, কটন কানেক্ট, বাংলাদেশ।
৪। উপদেষ্টা, সুপ্রীড সীড কোম্পানী লিমিটেড, গরিবে নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর ১৩, উত্তরা, ঢাকা।
৫। সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ কটন জিনার্স এসোসিয়েশন।

৬। পরিচালক, আরমাদা স্পিনিং মিল লিমিটেড।
৭। পিএসসিপি, ম্যানেজার, প্রাইমার্ক, বাংলাদেশ।
৮। প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, জোনাল কার্যালয় (সকল)।
৯। তুলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার এবং তুলা গবেষণা কেন্দ্র (সকল)।
১০। সিনিয়র জিনিং অফিসার , মার্কেটিং ও জিনিং শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।
১১। তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।

১১-০২-২০২৫
দিলারা হোসেন
মার্কেটিং অফিসার